The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 1 No.2 August: 2008
Page : 125-146, Published on August 2009 © Registrar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

পালি ভাষার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা

শান্টু বড়ুয়া

এম.ফিল গবেষক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল

Abstract:

Pali is the name of the language of Theravada Buddhist literature. It belongs to Indo-European language family, especialy to Middle Indo-Aryan. Tripitaka, the sacred text of the Buddhist, was first handed down in this language, and from then Pali was recognized as the language of literature. After the Tripitaka many religious and secular books were written in this language and thus, Pali became the language of a vast literature. It was originated in India, however, with the spread of Buddhism, it was accrosed the boundary of India and practicesd in Srilanka, Thailand, Myanmar (Burma), Combodia, Vietnam and Bangladesh; and a noteworthy number of books were written in those countries in this language. Pali contains many elements or characteristics of other languages, such as Vedic, Classical Sanskrit, Shinhalese, Dravidan etc. Hence, scholars termed it as compromising speech'. The main objective of this article is to present a clear conception of the phonological and morphological characteristics of Pali language.

ক. ভূমিকা

থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা 'পালি' নামে পরিচিত।[১] ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পালি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত, বিশেষত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের ভাষা হিসেবে গণ্য। পালি ভাষার সঙ্গে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কারণ, পালি ভাষায় থেরবাদী বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক সংকলিত হওয়ার মধ্য দিয়েই এ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকে উক্ত ভাষাটি সাহিত্যের ভাষা হিসেবে

স্থান করে নেয়। পালি ভাষার উৎপত্তিস্থল [২] ভারত হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলন ভারতের সীমারেখা অতিক্রম করে বর্হিভারত তথা শ্রীলংকা, মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাউস এবং বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতপর, অতি অল্প সময়েই উপর্যুক্ত দেশসমূহের ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম বাহন হিসেবে ভাষাটি স্থান করে নিয়েছিল এবং দেশসমূহের সাহিত্যভাণ্ডারকে নিত্য-নতুন রসে বহুমুখী ধারায় সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।[৩] প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনই পালি সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু কালক্রমে সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, শিল্প ও স্থাপত্য প্রভৃতি নানা আঙ্গিকের বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে পালি ভাষায় একের পর এক গ্রন্থ রচিত হলে পালি সাহিত্য এক বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভাণ্ডারের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পালি ভাষা সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাষা হিসেবে মর্যদা লাভ করে (*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ : ৩৯)। পালি ভাষার মধ্যে বৈদিক, সংস্কৃত, প্রাচীন মাগধী, সিংহলী, দ্রাবিড় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান লক্ষ্য করে গবেষকগণ পালিকে সমন্বয়ী বা শংকর ভাষা হিসেবে অভিহিত করেন।[৪] পালি ভাষার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধের মূল অভীপ্সা।

খ. পালির ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পালি বর্ণমালা

পালি ভাষার বর্ণমালা এখনো আবিস্কৃত হয়নি।[৫] ফলে পালি বর্ণমালা কি রকম ছিল বা তার ইতিহাস জানা যায় না। তবে এ ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে পালি ভাষায় কোন্ কোন্ বর্ণ ব্যবহৃত হয় তা ধারণা করা যায়। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি দেশে নিজ নিজ বর্ণমালায় পালি ভাষা লেখা ও চর্চা করা হয়। যেমন : শ্রীলংকায় সিংহলী বর্ণে, ভারতে দেবনাগরী বর্ণে, বার্মায় বর্মি বর্ণে, থাইল্যাণ্ডে শ্যামী বা থাই বর্ণে, বাংলাদেশে বাংলা বর্ণে, ইংরেজি ব্যবহৃত হয় এরূপ দেশসমূহে রোমান বর্ণে পালি ভাষা লেখা ও চর্চা করা হয়। রোমান অক্ষর সহজে লেখা, পড়া ও বোঝা যায় বিধায় রোমান বর্ণমালাকে পালি সাহিত্য চর্চায় আদর্শ বর্ণমালা হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. স্বরবর্ণ (Vowel)

পালিতে স্বরবর্ণ আটটি। যথা : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও।

পালিতে মাত্রা অনুসারে স্বরবর্ণ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : হ্রস্বস্বর (Short Vowel), দীর্ঘস্বর (Long Vowel) এবং পরিবর্তনশীল বা অনির্ধারিত (Variable length)।

হ্রস্বস্বর (Short Vowel) : অ, ই, উ– এসব বর্ণ একমাত্রা বিশিষ্ট। দীর্ঘস্বর (Long Vowel) : আ, ঈ এবং ঊ–এসব বর্ণ দ্বি-মাত্রা বিশিষ্ট। 'এ' এবং 'ও' বর্ণদ্বয় পরিবর্তনশীল বা অনির্ধারিত এবং বর্ণদ্বয় কখনো দীর্ঘস্বর আবার কখনো হ্রস্বস্বর হয়। সাধারণত এ বর্ণদ্বয় যখন একটি শব্দাংশের শেষে বসে তখন দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট হয়। যেমন : দোসো (দো-সো) = দোষ। আবার যখন ব্যঞ্জনবর্ণকে অনুসরণ করে শব্দ বা শব্দাংশ গঠন করে তখন হ্রস্বস্বর হয়। যেমন : পোত-থকং = পোত্থকং (বই) (Perniola, 1997 : 1) ।

পারনিওলা (১৯৯৭) **স্বরবর্ণসমূহকে পুনরায় নিম্নরূপভাবে ভাগ করেছেন :**

বিশুদ্ধ স্বরবর্ণ (pure vowels) : অ এবং আ;

ঘোষ স্বরবর্ণ (sonant vowels) : ই, ঈ, উ এবং ঊ;

যুক্ত স্বরধ্বনি (diphthong) : এ এবং ও।

৩. স্বরবর্ণ সমীক্ষা

পালিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ঋ, ঌ, ঐ এবং ঔ স্বরবর্ণের ব্যবহার নেই এবং বর্ণগুলো পালিতে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে (Oberlies, 2001: 61) । যেমন :

ঋ পরিবর্তিত হয়েছে 'অ', 'ই', 'উ' এবং 'এ'-তে: কৃষি > কসি, মৃগ >মিগ, ঋষি > ইসি, ঋতু > উতু,

গৃহ > গেহ।

ঐ বা ৈ-কার রূপান্তরিত হয়েছে 'এ' এবং 'ই'-তে: তৈল > তেল, শৈল > সেল, সৈন্ধব > সিন্ধব।

ঔ বা ৌ -কার রূপান্তরিত হয়েছে 'ও' এবং 'উ'-তে: ঔষধি > ওসধি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ঌ-কার পালিতে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত।

৪. ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant)

পালিতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা তেত্রিশটি, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, ব, র, ল, ল্ , স, হ এবং ং। ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হতে পারে না (জ্ঞানীশ্বর ; ১৯৯৪ : ৩)।

৫. বর্গ ও বর্ণ হিসেবে ব্যঞ্জন বর্ণের বিভাজন

উপর্যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণসমূহের প্রথম পঁচিশটি বর্ণ বর্গ হিসেবে পাঁচভাগে বিভক্ত (নীরদ ও ভূপেন্দ্রনাথ ; ১৯৭৮ : ২, যা বাংলার অনুরূপ)। যথা:

ক বর্গ : ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ-বর্গ : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট-বর্গ : ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত-বর্গ : ত, থ, দ, ধ, ন
প-বর্গ : প, ফ, ব, ভ, ম

বর্গসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ (Surd) বলে। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ প্রভৃতি ঘোষবর্ণ (sonant) বলে। 'ং' (অং) বর্ণটিকে নিগ্রথিত বা নিগ্নহীতং (arrested) বলে। এছাড়া বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণকে অল্পপ্রাণ (unaspirated); বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ (aspirated) বলা হয় (নূতন চন্দ্র ; ১৯৫৯ : ৭)। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন বর্ণকে স্পর্শবর্ণ (mutes); য, র, ল, ব – এ চারটি বর্ণকে অন্তঃস্থ (intermediates) বর্ণ এবং 'স' এবং 'হ' – বর্ণদ্বয়কে উষ্মবর্ণ (sibilants) বলে (নীরদ ও ভূপেন্দ্রনাথ, ১৯৭৮ : ৩)।

৬. স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের স্থান (Ananda, 1993 : 2)

কণ্ঠজ বর্ণ (Gutturals): অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং হ – এই আটটি বর্ণের উচ্চারণের স্থান কণ্ঠ, তাই এসব বর্ণ পালিতে কণ্ঠজ বর্ণ (Gutturals) নামে পরিচিত।

তালুজ বর্ণ (Palatals): ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, এবং য – এই আটটি বর্ণের উচ্চারণের স্থান তালু, তাই এদেরকে তালুজ বর্ণ (Palatals) বলা হয়।

ওষ্ঠজ বর্ণ (Labials): উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ এবং ম– এসব বর্ণের উচ্চারণের স্থান ওষ্ঠ বলে এগুলো ওষ্ঠজ বর্ণ (Labials) নামে পরিচিত।

মূর্দ্ধজ বর্ণ (Cerebrals): ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ল– এসব বর্ণের উচ্চারণের স্থান মূর্দ্ধা, তাই এদেরকে মূর্দ্ধজ বর্ণ (Cerebrals) বলে।

দন্তজা বর্ণ (Dentals): ত, থ, দ, ধ, ন, ল, সথ– এসব বর্ণের উচ্চারণের স্থান দন্ত বলে এগুলোকে দন্তজ বর্ণ (Dentals) বলা হয়।

কণ্ঠ-তালুজ বর্ণ (Gutturo-Palatal): এ– এই বর্ণের উচ্চারণের স্থান কণ্ঠ ও তালু বলে এটি কণ্ঠ-তালুজ বর্ণ (Gutturo-Palatal) নামে পরিচিত।

কণ্ঠৌষ্ঠজ বর্ণ (Gutturo-Labial): ও– এই বর্ণের উচ্চারণের স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ, তাই এটিকে কণ্ঠৌষ্ঠজ বর্ণ (Gutturo-Labial) বলা হয়।

দন্তৌষ্ঠজ বর্ণ (Dento-Labial): ব– এই বর্ণের উচ্চারণের স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ বলে এটি দন্তৌষ্ঠজ বর্ণ (Dento-Labial) নামে পরিচিত।

অনুনাসিক বর্ণ (Nasal): অনুস্বারের (ং) উচ্চারণ স্থান নাসিকা বলে এটিকে অনুনাসিক বর্ণও (Nasal) বলে ।

৭. ব্যঞ্জন বর্ণ সমীক্ষা

ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে শ, ষ, য়, ঃ (বিসর্গ) এবং ঁ (চন্দ্রবিন্দু) প্রভৃতির ব্যবহার পালিতে নেই।

পালিতে 'ড়' এবং 'ঢ়'-এর পরিবর্তে 'ল্' এবং 'লহ্' ব্যবহৃত হয়। পারনিওলা (১৯৯৭) 'ঢ়' বর্ণটি গণনা করে পালিতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা ৩৪টি বলে গণ্য করেছেন। এ বর্ণ আদিতে বসে শব্দ গঠন করে না বলে অনেক গবেষক এটি গণনা করেন না । এ বর্ণটি কেবল কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। তছাড়া এ বর্ণটির তেমন একটা ব্যবহার লক্ষ করা যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তিন স-কার (স, শ, ষ) এর মধ্যে 'শ', 'ষ' পালিতে ব্যবহৃত হয় না। পালিতে এসব বর্ণের পরিবর্তে কেবল 'স' ব্যবহৃত হয়। যেমন: শ্রমণ > সমণ, পুরুষ > পুরিস।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মতো পালিতে 'র' এবং 'ল' উভয় বর্ণের ব্যবহার আছে। তবে পালিতে কখনো কখনো 'র' 'ল'– তে পরিণত হয়। কির > কিল, পরি > পলি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মতো পালিতে দন্ত্য 'ন্' ও মূর্ধন্য 'ণ্' উভয়ই রক্ষিত। যেমন শ্রমণ > সমণ, জনঃ >জন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'দ' পালিতে মূর্ধনীভবন হয়। যেমন : দহতি > ডহতি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ও সংস্কৃতের সঘোষ ব্যঞ্জন পালিতে কখনো কখনো অঘোষ ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। যেমন : মৃদঙ্গ > মুতিঙ্গ, পরিঘ >পলিঘ।

পালিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনি কখনো কখনো মহাপ্রাণ হয়। যেমন : সুকুমার > সুখুমাল (র > ল)।

'য' বর্ণটি শব্দের শেষে বা অন্তে থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে তা 'য়'-এর মতো উচ্চারিত হয়। ফলে কোন কোন গ্রন্থে বা পাণ্ডুলিপিতে 'য়'-এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: গয়া।

পালিতে বিসর্গ যুক্ত অ-কার এ-কারে পরিণত হয়। জনঃ > জনে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতে পদান্তে স্বরহীন একক ব্যঞ্জন ও বিসর্গ থাকলেও পালিতে তা বিলুপ্ত হয়। যেমন : গুণবান্ > গুণবা, ধেনুঃ > ধেনু।

পালিতে রেফ (র্) এর ব্যবহার নেই। তবে রেফ-এর স্থানে বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন : চূর্ণ > চুন্ন, ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি।

পালিতে র-ফলার ব্যবহার নেই। র-ফলা যুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন: পুত্র > পুত্ত। তবে 'ব্রহ্মা' এবং 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দ র-ফলা দিয়ে লেখা হয়। বৈদিক শব্দ বিধায় উপর্যুক্ত শব্দদ্বয় লিখতে র-ফলা ব্যবহৃত হয় বলে ধারণা করা হয়।

পালিতে ব-ফলার ব্যবহার নেই। ব-ফলা যুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন: শব্দ > সদ্দ, পক্ব > পক্ক। তবে কতিপয় শব্দে ব-ফলা থেকে যায়। যেমন: দ্বার > দ্বার, বিদ্বান >বিদ্বান। এর কারণ হিসেবে বৈদিক ভাষার প্রভাবকে চিহ্নিত করা হয়।

পালিতে ল-যুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরবর্ণ বসে। যেমন: ক্লেশ > কিলেস। তবে 'ল' এর সঙ্গে যুক্ত বর্ণটি ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিত্বও হয়। যেমন: শুক্ল > সুক্ক, অল্প > অপ্প।

পালিতে য-ফলার ব্যবহার নেই। য-ফলা যুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন : গম্য > গম্ম। তবে ব্যাকরণ, ব্যাধি প্রভৃতি শব্দে 'য'-ফলার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ' অ-অ-আ ' স্বরধ্বনির এই ক্রমটি পালিতে ' অ-ই-আ' -তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন: চন্দ্রমাঃ > চন্দ্রিমা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'অয় ' হয়েছে পালিতে 'এ' এবং 'অব' হয়েছে 'ও'। যেমন : নয়তি >নেতি, লবণং> লোণং।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে দু'য়ের অধিক যুক্ত বর্ণের ব্যবহার প্রচুর থাকলেও পালিতে তা নেই বললে চলে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এবং কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। যেমন : গন্ত্বা।

৮. পালিতে যুক্তব্যঞ্জন পরিবর্তন

পালিতে যুক্তব্যঞ্জন বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় (নূতন চন্দ্র , ১৯৫৯ : ১৬) । এখানে তা উপস্থাপন করা হলো–

'স্ক' এবং 'স্খ' স্থলে পালিতে 'খ' হয়। যেমন : স্কন্ধ > খন্ধ; স্খলিত > খলিত। তবে মধ্যে বা অন্তেস্থিত 'স্ক' এবং 'ষ্ক' স্থলে 'ক্ক' বা 'ক্খ' হয়। যেমন : নিষ্কাম > নিক্কাম; মনস্কার > মনক্কার; তিরস্কার > তিরক্খার। কিন্তু বিকল্পে 'স্ক' স্থলে 'খ' হতে দেখা যায়। যেমন : সংস্কৃত > সংখত।

শব্দের আদিতে ব্যবহৃত 'জ্ঞ' স্থলে পালিতে 'ঞ' হয়। যেমন : জ্ঞান > ঞান। কিন্তু মধ্য বা অন্তস্থিত 'জ্ঞ' স্থানে 'ঞ্ঞ' হয়। যেমন : প্রজ্ঞা > পঞ্ঞা।

'ষ্ট' এবং 'ষ্ঠ' স্থানে পালিতে 'ট্ঠ' হয়। যেমন : অষ্ট > অট্ঠ; কাষ্ঠ > কট্ঠ।

শব্দের মধ্যেস্থিত 'থ' স্থলে পালিতে কখনো কখনো 'ঠ' হয়। যেমন : প্রথমা > পঠমা।

শব্দের আদিতে 'ত্য' থাকলে তদস্থলে পালিতে 'চ' হয়। যেমন : ত্যাগ >চাগ। তবে যধ্যে ও শেষে 'ত্য' থাকলে তদ্স্থানে 'চ্চ' হয়। যেমন : সত্য > সচ্চ; মৃত্যু > মচ্চু। 'থ্য' স্থানে 'চ্ছ' হয়। যেমন : মিথ্যা > মিচ্ছা।

শব্দের আদিতে ব্যবহৃত 'স্ত' এবং 'স্থ' স্থানে পালিতে 'থ' হয়। যেমন: স্তম্ভ > থম্ভ; স্থল > থল। কিন্তু মধ্য ও শেষে 'স্ত' এবং 'স্থ' থাকলে তদ্স্থানে 'থ' হয়। যেমন: হস্ত > হত্থ; হস্থি > হত্থি। তবে ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের আদিতে অবস্থিত 'স্থ' স্থানে 'ঠ' এবং মধ্য বা অন্তস্থিত 'স্থ' স্থলে 'ট্ঠ' হয়। যেমন: স্থিতি > ঠিতি; অস্থি > অট্ঠি।

শব্দের আদিতে 'দ্য' থাকলে তদস্থলে পালিতে 'জ' হয়। যেমন: দ্যুতি > জুতি। মধ্যে ও শেষে 'দ্য' থাকলে তদস্থলে 'জ্জ' হয়। যেমন : বিদ্যালয় > বিজ্জালয়; অদ্য > অজ্জ।

শব্দের আদিতে 'ধ্য' থাকলে তদ্স্থলে পালিতে 'ঝ' হয়। যেমন : ধ্যান >ঝান। মধ্যে ও শেষে 'ধ্য' থাকলে তদস্থলে 'জ্ঝ' হয়। যেমন: মধ্য > মজ্ঝ।

'দ্ধ', 'র্ধ', 'গ্ধ' প্রভৃতি স্থলে 'ড্ঢ' হয়। যেমন : বৃদ্ধ > বুড্ঢ; অর্দ্ধ বা অর্ধ > অড্ঢ; দগ্ধ > দড্ঢ।

শব্দের আদিতে 'ন্য' থাকলে তদস্থলে পালিতে 'ঞ' হয়। যেমন : ন্যায় > ঞায। মধ্যে বা অন্তস্থিত 'ন্য' এবং 'ণ্য' স্থানে 'ঞ্ঞ' হয়। যেমন: পুণ্য > পুঞ্ঞ, শূন্য > সুঞ্ঞ ।

'ন' যুক্ত বর্ণের হসন্ত পালিতে উঠে যায়। যেমন: রত্ন > রতন; স্বপ্ন > সপন ; যত্ন > যতন ইত্যাদি ।

'ণ্ম' এবং 'ন্ম' স্থলে পালিতে 'ম্ম' হয়। যেমন: উন্মাদ > উম্মাদ; উন্মেষ > উম্মেস (ন্ম > ম্ম, ষ> স)।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে ক্ষেত্র বিশেষে 'পতি' স্থলে পালিতে 'টি' হয়। যেমন: প্রতিকূল > পটিকূল; প্রতিজ্ঞা > পটিঞ্ঞা; প্রতিত্যসমুৎপাদ > পটিচ্চসমুৎপাদ।

শব্দের আদিতে 'স্প' বা 'স্ফ' থাকলে পালিতে তদস্থলে 'ফ' হয়। যেমন : স্পন্দন > ফন্দন; স্ফটিক > ফটিক। কিন্তু মধ্য ও শেষে 'স্প' এবং 'ল্প' স্থানে ক্ষেত্র বিশেষে 'প্ফ' হয়। যেমন: পুষ্প > পুপ্ফ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'স্প' এবং 'ল্প' স্থলে 'প্প' হয়। যেমন: বাষ্প > বপ্প; বনস্পতি > বনপ্পতি।

'দ্ভ' স্থলে পালিতে 'ব্ভ' হয়। যেমন: অদ্ভুত > অব্ভুত।

পালিতে 'ম্র' এর পরিবর্তে 'ম্ব' হয়। যেমন: আম্র > অম্ব; তাম্র > তম্ব।

'ম' ফলার স্থানে পালিতে প্রায়ই 'উম' হয়। যেমন: পদ্ম > পদুম; সূক্ষ্ম > সুখুম। তবে ক্ষেত্র বিশেষে 'ম'-যুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন: আত্মা > অত্তা।

শব্দের আদিতে ব্যবহৃত 'স্ম' স্থলে পালিতে 'স' হয়। যেমন: স্মৃতি > সতি।

শব্দের মধ্যে বা অন্তস্থিত 'হ্ম' পালিতে 'ম্হ' হয়। যেমন: গ্রীষ্ম > গিম্হ।

'র্য্য' বা 'র্য' স্থলে পালিতে 'রিয' হয়। যেমন: সূর্য > সুরিয; কদর্য >কদরিয।

'ৎস', 'ৎস্য', 'শ্চ', শ্ছ', প্স প্রভৃতি স্থলে পালিতে 'চ্ছ' হয়। যেমন: বৎসর > বচ্ছর; মৎস্য > মচ্ছ; পশ্চিম > পচ্ছিম; শিরশ্ছেদ > সিরচ্ছেদ; অপ্সরা > অচ্ছরা।

'শ্ন' স্থলে পালিতে 'ঞ্হ' হয়। যেমন: প্রশ্ন > পঞ্হ।

পালিতে পদের অন্তে 'হসন্ত' (্) বর্ণের প্রয়োগ হয় না। যেমন: যাবৎ > যাব; তাবৎ > তাব।

পালিতে 'হ্ব' স্থানে 'ব্হ' হয়। যেমন: জিহ্বা > জিব্হা।

শব্দের আদিতে 'ক্ষ' থাকলে তদস্থলে পালিতে 'খ হয়। যেমন: ক্ষমা > খমা; ক্ষত্রিয় > খত্তিয। মধ্য ও অন্তস্থিত 'ক্ষ' স্থানে পালিতে 'ক্খ' হয়। যেমন: চক্ষু > চক্খু।
শব্দের মধ্য বা অন্তস্থিত 'ষ্ণ' এবং 'হ্ন' স্থলে পালিতে 'ণ্হ' হয়। যেমন : উষ্ণ > উণ্হ; সায়াহ্ন > সাযাণ্হ।
প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দের মধ্য বা অন্তস্থিত 'প্ত' এবং 'ক্ত' স্থলে পালিতে 'ত্ত' হয়। যেমন : সপ্তম > সত্তম; বিভক্তি > বিভত্তি।
'র্হ' স্থলে পালিতে 'রহ' হয়। যেমন : এতর্হি > এতরহি, অর্হত > অরহত।
'সিং' স্থলে পালিতে 'সী' হয়। যেমন : সিংহ > সীহ।
শব্দের প্রথমে কখনো কখনো 'ষ' এর স্থলে পালি 'ছ' হয়। যেমন: ষষ্ঠী > ছট্ঠী।

৯. পালিতে ধ্বনি পরিবর্তন: কতিপয় সূত্র

ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। পৃথিবীর সকল ভাষায় বিভিন্ন কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ভাষাবিজ্ঞানীগণ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ হিসেবে যেসব বিষয় চিহ্নিত করেছেন তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে: ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা, শ্রবণ ও বোধের ত্রুটি, অন্যজাতির ভাষার প্রভাব, সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব প্রভৃতি (সৌরভ, ২০০২ : ১৫) । এসব ধ্বনি পরিবর্তনের বাহ্যিক কারণ। এছাড়া ভাষার অভ্যন্তরীণ কারণেও ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যেমন : একই ভাষার নিজস্ব একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনি পরিবর্তন হয়, একটি শব্দের সাদৃশ্যে অন্য শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন হয়, ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে ভাষার ধ্বনি ক্ষয় হয় বা নতুন ধ্বনি সৃষ্টি হয়। উপর্যুক্ত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের বিচিত্র ধরণ বা প্রক্রিয়া দেখা যায়। ভাষাবিজ্ঞানীগণ ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে চারটি প্রধান সূত্রে বা ভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা : ধ্বনির আগম; ধ্বনির লোপ; ধ্বনির রূপান্তর এবং ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাস। পালি ভাষায়ও ধ্বনি পরিবর্তনের উপর্যুক্ত প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

৯.১. ধ্বনির আগম

পালিতে ধ্বনির আগম দু'রকম। যথা: ১) স্বরধ্বনির আগম এবং ২) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম। আদি, মধ্য এবং অন্ত হিসেবে একটি শব্দে ধ্বনির স্থান তিনটি। শব্দে যে স্থানে স্বরধ্বনি এসে যুক্ত হয় সেই স্থানভেদ অনুসারে স্বরধ্বনির আগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: অদিস্বরাগম (Vowel Prothesis), মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) এবং অন্ত্যস্বরাগম (Catathesis)। এছাড়া অপনিহিতিও (Epenthesis) স্বরাগমের মধ্যে পড়ে। পালি ভাষায় স্বরধ্বনির আগমে সবচেয়ে বেশী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে বলে রামেশ্বর শ (১৪০৩) মনে করেন। নিম্নে ধ্বনি আগমনের উপর্যুক্ত বিষয় আলোচনা করা হলো।

আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis) : সাধারণত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-প্রস্তুতিরূপে বা উচ্চারণের সৌকর্যের জন্য তার আগে একটি স্বরধ্বনি আনা হয়। শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির এই আগমনকে পালিতে আদিস্বরাগম বলে। যেমন সংস্কৃত / বাংলা স্ত্রী > পালি ইত্থি।

মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) : যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট দূরীভূত করার জন্য বা উচ্চারণের সৌকর্যার্থে অথবা ছন্দের প্রয়োজনে যুক্ত ব্যঞ্জন বা দুটি ব্যঞ্জনের মাঝখানে একটি স্বরধ্বনির আগম হয়, এই স্বরাগমকে পালিতে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) বলে। যেমন : সংস্কৃত/বাংলা: গ্রহ>গরহ; সংস্কৃত ক্লেশ > পালি কিলেস; সংস্কৃত/বাংলা আর্য > পালি অরিয।

অন্ত্যস্বরাগম (Catathesis) : শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনের পরে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে সেই আগমনকে পালিতে অন্ত্যস্বরাগম (Catathesis) বলে। যেমন : সংস্কৃত/ বাংলা পরিষদ্ > পালি পরিসদা।

অপনিহিতি (Epenthesis) : শব্দ মধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' -কার নিজের স্থানে উচ্চারিত না হয়ে যদি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে বা অব্যবহিত পরে উচ্চারিত হয়, তখন এ প্রক্রিয়াকে পালিতে অপনিহিতি (Epenthesis) বলে। যেমন : সংস্কৃত/বাংলা শ্রী > পালি সিরি; সংস্কৃত/বাংলা আশ্চর্য> অচ্ছরিয়> অচ্ছের>অচ্ছের।

৯.২. ধ্বনির লোপ

পালি ভাষায় ধ্বনির লোপ বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। নিম্নে ধ্বনি লোপের প্রক্রিয়াসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

আদিস্বরলোপ (Apthesis): সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকে তবে আদি স্বরবর্ণটি গৌণ হয়ে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং অবশেষে লোপ পায়। এ প্রক্রিয়াকে পালিতে আদিস্বরলোপ (Apthesis) বলে (Oberlies, 2001: 95)। যেমন: উড়ুম্বর > পালি ডুম্বর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope): সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়ে যায়, পালিতে এ প্রক্রিয়াকে মধ্যস্বরলোপ (Syncope) বলে। যেমন: ভদন্ত > পালি ভন্তে (বৌদ্ধ ভিক্ষু)।

অন্তস্বরলোপ (Apocope): স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে এবং শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ উচ্চারিত হতে হতে অবশেষে লোপ পায়, পালিতে একে অন্তস্বরলোপ (Apocope) বলে। যেমন: সংস্কৃত মনস > পালি মন; সংস্কৃত/বাংলা পশ্চাৎ > পালি পচ্চা।

সমাক্ষরলোপ (Haplology/Syllabic Syncope): পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে যখন একটি লোপ পায় বা দু'টি সমধ্বনিযুক্ত অক্ষরের মধ্যে একটি লোপ পায় এ প্রক্রিয়াকে পালিতে সমাক্ষরলোপ (Haplology/Syllabic Syncope) বলে। যেমন: পবিসিস্‌সামি > পবিস্‌সামি; অড্‌ঢততিয়>অড্‌ঢতিয়।

৯.৩. ধ্বনির রূপান্তর

ধ্বনি যখন লোপ পায় না বা নতুন কোনো ধ্বনির আগম হয় না, অথবা যখন একটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য ধ্বনির রূপ পরিগ্রহ করে তখন সেই প্রক্রিয়াকে ধ্বনির রূপান্তর বলে (Oberlies, 2001: 116)। পালি ভাষায়ও ধ্বনির রূপান্তরের কারণে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

অভিশ্রুতি (Umlaut): অপিনিহিতির প্রক্রিয়ায় শব্দের অন্তর্গত যে 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসে সেই 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় এ প্রক্রিয়াকে অভিশ্রুতি (Umlaut) বলে। যেমন: করিয়া > কইরা > করে > পালি করিত্বা ।

ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening): শব্দের কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে অনেক সময় সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়, একে ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening) বলে। যেমন: সংস্কৃত/বাংলা কর্ম > পালি কম্ম, সংস্কৃত/বাংলা সপ্ত > পালি সত্ত।

সমীভবন (Assimilation): পৃথক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন পরস্পরের প্রভাবে পবিবর্তিত হয়ে একই ধ্বনি বা প্রায়ই অনুরূপ ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন এ প্রক্রিয়াকে পালিতে সমীভবন (Assimilation) বলে। এ প্রক্রিয়াটি তিন রকমে সম্পাদিত হয়। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যখন পরবর্তী ধ্বনি একই রমক বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation) বলে। যেমন : সূত্র > সুত্ত; বৃষ্টি>বুট্‌ঠি। পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে যখন পূর্ববর্তী ধ্বনি একই রমক বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation) বলে। যেমন : ভক্ত > ভত্ত। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যখন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি ধ্বনিই একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন (Mutual/ Reciprocal Assimilation) বলে। যেমন: সংস্কৃত/বাংলা সত্য > পালি সচ্চ।

বিষমীভবন (Dissimilation): সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়াকে বিষমীভবন বলে। যেই প্রক্রিয়ায় দুটি সংযুক্ত বা কাছাকাছি অবস্থিত সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত

হয়ে বিষম বা পৃথক ধ্বনিতে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে পালিতে বিষমীভবন (Dissimilation) বলে। যেমনঃ সংস্কৃত পিপীলিকা > পালি কিপিলিকা; সংস্কত ললাট > নলাট।

ঘোষীভবন (Voicing): ঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যখন সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন এই প্রক্রিয়াকে পালিতে ঘোষীভবন (Voicing) বলে। যেমন : দিক্ + বিজয় > দিগ্বিজয় (সংস্কৃত/পালি)।

স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony): শব্দে একটি স্বর ধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটার প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলে। এ প্রক্রিয়ায় উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের বিভিন্ন অক্ষরে বিশেষ বিধি অনুসারে স্বরধ্বনিগুলোকে সুসংগতভাবে স্থাপন করা হয়। যেমনঃ দারক > দারকো (বালক); পূজা > পূজো; সুপরি > সুপুরি।

মহাপ্রাণীভবন (Aspiration): সন্নিকটস্থ বা সংযুক্ত কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে যদি কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে পালিতে মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) বলে। যেমন : স্তম্ভ > থম্ভ। এখানে 'স' লোপ পেয়েছে এবং 'ত' মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' এর প্রভাবে মহাপ্রাণিত হয়ে 'থ' হয়ে গেছে।

মুর্ধন্যীভবন (Celebralization): মুর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোনো দন্তন্যধ্বনি যদি মুর্ধন্যধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায় এই প্রক্রিয়াকে মুর্ধন্যীভবন (Celebralization) বলে। যেমন : বৃদ্ধ > পালি বুড্ড> বাংলা বুড়া।

নাসিক্যীভবন (Nasalization) : যখন কোনো নাসিকা ব্যঞ্জন ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পায় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন (Nasalization) বলে। যেমনঃ শর্বরী > পালি সংবরি; অকাষুঃ > পালি অকংসু।

৯.৪. ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাস

অন্যান্য ভাষার মতো পালি ভাষায়ও স্থানান্তর কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে।

বিপর্যাস (Metathesis): শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দুটি ধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান-বিনিময় করে তখন ধ্বনির সেই স্থান বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে বিপর্যাস (Metathesis) বলে। যেমনঃ সংস্কৃত/বাংলা হ্রদ > পালি দহ; সংস্কৃত/বাংলা মশক> পালি মকস (Oberlies, 2001 : 126)।

সাদৃশ্য (Analogy): কোনো কোনো সময় ভাষার অন্তরঙ্গ ও অর্থপ্রভাবিত কারণে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। যখন মনে রাখা বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো ধ্বনি বা রূপ বা অর্থকে অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে তার সাদৃশ্য শব্দের পরিবর্তন করে নেওয়া হয় বা অনুরূপ নতুন কোনো শব্দ গড়ে নেওয়া হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে পালিতে

সাদৃশ্য (Analogy) বলে। যেমন : দুব্বিভক্খ এর অনুকরণে সুভিক্খ; মনসা, কায়সা শব্দের অনুকরণে পদসা, বাচসা ইত্যাদি।

গ. পালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পালি শব্দরূপের আদর্শ

পালি ভাষায় শব্দরূপে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় (Warder,1974: 113)। তন্মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে:

১.১. পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপের ফলে পালিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্ত হয়ে গেছে। যেমন: সংস্কৃত গুণবান্ >পালি গুণবন্ত।

১.২. পালি শব্দরূপ বচন ভেদে দুই প্রকার: একবচন এবং বহুবচন। বৈদিক এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মতো শব্দরূপের দ্বিবচন পালিতে নেই। তবে পালিতে দ্বিবচনের রূপ বহুবচনে করা হয়। যেমন: দুটি ফল পালিতে ফলে এবং ফলানি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

১.৩. পালি শব্দরূপ বিভক্তি ভেদে আট প্রকার। যথা : পঠমা (১মা), দুতিয়া (২য়া), ততিয়া (৩য়া), চতুত্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ছট্ঠী (৬ষ্ঠী), সত্তমী (৭মী), আলাপনং (সম্বোধন)। পালিতে আলাপনে প্রথমা বিভক্তি হয়।

১.৪. পালিতে অধিকাংশ শব্দ অ-কারান্ত শব্দরূপের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রবণতা। যেমন: কম্মায় (সংস্কৃত কর্ম্মণে), মুনিস্স (সংস্কৃত মুনেঃ), ভিক্খুস্স, পিতুস্স ইত্যাদি।

১.৫. পালিতে সর্বনাম এবং অন্যান্য শব্দরূপেও অ-কারান্ত শব্দের রূপ দেখতে পাওয়া যায় এবং সর্বনাম পদের বিভিন্ন বিভক্তি বিভিন্ন বচনে বহু বিকল্প পদ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন : অম্হ (আমি) শব্দের সম্প্রদানের একবচনে মম, ময়হং, অমহং, মমং, মে প্রভৃতি রূপ ব্যবহৃত হয়।

১.৬. পালিতে শব্দ সাদৃশ্যজাত অনেক পদ সৃষ্টি। যেমন : দুব্বচো শব্দের সাদৃশ্যে সুব্বচো; বচসা, মনসা শব্দের সাদৃশ্যে কায়সা, মুখসা প্রভৃতি।

১.৭. বৈদিক এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের শব্দরূপের সাদৃশ্যে বহু পালি শব্দরূপ সিদ্ধ হওয়ায় পালি শব্দরূপে বহু বিকল্প রূপ দেখা যায়। যেমন: রাজা শব্দের করণে তৃতীয়ার একবচনে রঞ্ঞো, রাজেন, রাজিনা প্রভৃতি রূপ ব্যবহৃত হয়।

১.৮. পালিতে বৈদিক ভাষার শব্দরূপের কর্তৃকারকের বহুবচনের মতো ক্ষেত্র বিশেষে 'আসে' যুক্ত হয়। যেমন: ধম্ম-ধম্মাসে, যা বৈদিক সংস্কৃতের প্রভাবে হয় বলে ধারণা করা হয়।

২. পালি ধাতুরূপের আদর্শ

পালি ধাতুরূপে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় (Oberlies, 2001: 199)। তন্মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে :

২.১. বৈদিক এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের মতো পালি ভাষার ধাতুরূপেও আত্মনেপদ এবং পরস্মৈপদ - দুইই আছে, তবে পালিতে পরস্মৈপদের ব্যবহার বেশী এবং আত্মনোপদের প্রয়োগ কম।

২.২. সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলোকে পালিতে প্রায়ই পরস্মৈপদে এবং পরস্মৈপদী ধাতুগুলোকে কখনো কখনো আত্মনেপদে পরিণত করা হয়েছে। যেমনঃ মৃ > মরতি, মন্ >মঞ্ঞতি, ভূ >ভবতে।

২.৩. পালি ধাতুরূপেও শব্দরূপের ন্যায় দ্বিবচন লুপ্ত। বৈদিক এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে কর্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও কর্মকর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয় - এটিই সাধারণত নিয়ম, কিন্তু পালিতে ইহা বৈকল্পিক। যেমনঃ দেবদত্তেন ওদনো পচ্চতে।

২.৪. সংস্কৃতে কালাদি অনুসারে ধাতুগুলো দশপ্রকারে প্রযুক্ত হয়। যথা : লট্, বিধিলিঙ্গ, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীর্লিঙ্, লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ওবং লুঙ। পালিতে আশীর্লিঙ ও লুটের ব্যবহার নেই। ফলে পালিতে ধাতুরূপ আট প্রকার। সংস্কৃতে ধাতুরূপের দশটি গণ নির্দিষ্ট আছে। যথাঃ ভাদি, অদাদি, হবাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাতি, তনাদি, ক্রিয়াদি এবং চুরাদি। কিন্তু পালিতে ধাতুগুলোকে সাতটি গণে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ ভূবাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, কিয়াদি, তনাদি, চুরাদি। তবে এ বিভাজন সুনির্দিষ্ট নয়। কারণ পালিতে একটি গণের অন্তর্ভূক্ত ধাতুর অন্য গণীয় ধাতুর মতো রূপ দেখা যায়। যেমনঃ হন্ -হন্তি, হনতি, দা - দেতি, দদাতি, ঠা - ঠাতি, তিট্ঠতি ইত্যাদি।

২.৫. পালি ধাতুরূপে বহু বিকল্প রূপ পাওয়া যায়। যেমনঃ ভূ-ধাতুর অতীতকালের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ হিসেবে ভবি, অভবি; দা-ধাতুর বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের একবচনে দেতি, দদাতি প্রভৃতি রূপ ব্যবহৃত হয়।

৩. সন্ধি

সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃত এবং পালি ভাষায় সন্ধির নিয়মগুলো শিথিল এবং সরল। সন্ধির ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে দুই বা ততোধিক বর্ণ যুক্ত হলেও পালিতে সাধারণত দু'য়ের অধিক যুক্তবর্ণ হয় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমনঃ গন্ত্বা। পালিতে সন্ধি প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি এবং নিগ্গহীত বা অনুস্বার সন্ধি (Oberlies, 2001: 116)।

৪. বচন

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে বচন তিন প্রকার। যথা: একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন। কিন্তু পালিতে বচন দুই প্রকার। যথা: একবচন ও বহুবচন। পালিতে দ্বিবচন লুপ্ত। একের অধিক কোন কিছু বোঝাতে পালিতে বহু বচনেরই প্রয়োগ হয়।

৫. প্রাতিপদিক গঠন

পালিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাতুর সঙ্গে অ-কার যোগে প্রাতিপদিক গঠিত হয়। যেমন : লভ্+অ=লভ; বস্+অ=বস। তবে ক্ষেত্র বিশেষে Root ও Base dissimilar অর্থাৎ বিভিন্নতাও প্রাপ্ত হয়, তখন এদের কোন ধারাবাহিক নিয়ম থাকেনা। যেমন : গম্>গচ্ছ; ঠা>তিট্ঠ।

৬. স্ত্রী প্রত্যয়

পালিতে আ, ঈ, আনী, নী এবং ইকা প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রী প্রত্যয় গঠিত হয়। অকারান্ত শব্দের উত্তর সাধারণত 'আ' যুক্ত হয়। যেমন : অজ > অজা। ক্ষেত্রবিশেষে অ-কারান্ত শব্দের উত্তর 'ঈ' যুক্ত হয়েও স্ত্রীয় প্রত্যয় গঠিত হয়। যেমন: কুমার > কুমারী। সাধারণত 'অক' ভাগান্ত শব্দের উত্তর 'ইকা' যুক্ত হয়। যেমন: উপাসক > উপাসিকা। ই, ঈ, উ, ঊ - কারান্ত শব্দের উত্তর সাধারণত 'নী' যুক্ত হয়। যেমন: মেধাবী > মেধাবিনী। কতকগুলো শব্দের উত্তর 'আনী' যুক্ত হয়ে স্ত্রী প্রত্যয় গঠিত হয়। যেমন: মাতুল>মাতুলানী।

৭. বিশেষণের তারতম্য

পালিতে দুই এর মধ্যে তুলনায় অধিক এই অর্থে বিশেষণ শব্দের উত্তর 'তর', 'ইয়' বা 'ইয্য' প্রত্যয় যোগ করে Comparative Degree গঠিত হয়। যেমন: দীঘ>দীঘতর; গুণবা>গুণিয়; কট্ঠ (নিকৃষ্ট) > কট্ঠিয্য। বহুর মধ্যে তুলনায় অধিক এই অর্থে বিশেষণ শব্দের উত্তর 'তম', 'ইট্ঠ' বা 'ইস্সিক' প্রত্যয় যোগ করে পালিতে Superlative Degree গঠিত হয়। যেমন: দীঘ>দীঘতম; গুণবা>গুণিট্ঠ; কট্ঠ (নিকৃষ্ট) > কট্ঠিস্সিক।

৮. লিঙ্গ

পালি ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং নপুংসক লিঙ্গ। তবে পালি ভাষায় অনেক স্থলেই অর্থানুসারে লিঙ্গ নির্ণয় হয়। সাধারণত যা পুরুষ সদৃশ তা পুংলিঙ্গ। যেমন: নরো (মানুষ)। যা স্ত্রী সদৃশ তা স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন: দারিকা (বালিকা)। যা স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন অন্য পদার্থ বুঝায় তা নপুংসক লিঙ্গ। যেমন: ফলং (ফল)।

৯. কারক

পালিতে সম্বন্ধপদ ও আলাপনং সহ কারক আট প্রকার। তবে পালিতে সাধারণত প্রত্যেক কারকের জন্য বিভক্তি নির্দিষ্ট থাকে। যেমন: কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি, কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি, করণে তৃতীয়া বিভক্তি, সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি, অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি, সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি, অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। তবে প্রত্যেক কারকের বিভিন্ন বিভক্তিও লক্ষ্য করা যায়।

১০. সমাস

পালিতে সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: দ্বন্দ্ব, তপ্পুরিসো, কম্মধারয়, দিগু, বহুব্বীহি এবং অব্যয়ীভাব।

১১. আখ্যাতিক বিভক্তি

পালি ভাষায় আখ্যাতিক বিভক্তি আট প্রকার। যথা: বত্তমানা (বর্তমান), পঞ্চমী, সত্তমী (সপ্তমী), পরোক্খা, হীযত্তনী, অজ্জতনী, ভবিস্সন্তি এবং কালাতিপত্তি। তবে পরোক্খা এবং হীযত্তনী এর ব্যবহার কম এবং এগুলো অতীতকাল দ্বারা বোঝানো হয়। আখ্যাতিক বিভক্তি সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : পরস্সপদ (Active voice) এবং অত্তনোপদ (Passive voice)। প্রত্যেক আখ্যাতিক বিভক্তির দুইটি বচন (এক ও বহুবচন) এবং তিনটি পুরুষ (প্রথম, মধ্যম এবং উত্তম)।

১২. বাচ্য

পালিতে বাচ্য তিন প্রকার। যথা: কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য এবং ভাববাচ্য। তবে ভাব বাচ্যের ব্যবহার কম। পালিতে সাধারণত সকর্মক্রিয়া কর্তৃ এবং কর্ম বাচ্যে, অকর্মক্রিয়া কর্তৃ এবং ভাব বাচ্যে প্রকাশ করা হয়।

১৩. ক্রিয়া

পালিতে ক্রিয়া প্রধানত দুই প্রকার। যথা: সকম্মক বা সকর্মকক্রিয়া এবং অকম্মক বা অকর্মকক্রিয়া। তবে কতগুলো ক্রিয়া পাওয়া যায় যেগুলোর দুটি কর্ম থাকে। যেমন: ছাত্র শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে: আচারিয়ো অন্তেবাসিকং পঞ্হং পুচ্ছতি। এখানে পুচ্ছতি ক্রিয়াটির অন্তেবাসিকং এবং পঞ্হংথ– এ দুটি কর্ম রয়েছে বিধায় এটি দ্বিকর্মক্রিয়া।

১৪. নিমিত্তার্থক ক্রিয়া (infinitive)

বৈদিক ও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে তুম্ প্রত্যয় যোগে নিমিত্তার্থক ক্রিয়া (infinitive) গঠিত হয়। যেমন: সে জল পান করতে ইচ্ছুক: সা জলং পাতুম্ ইচ্ছতি। পালিতেও

তুম্ প্রত্যয় গৃহীত হয়েছে। এটি ছাড়া পালিতে তবে, তুয়ে, তায়ে প্রভৃতি প্রত্যয় যোগেও নিমিত্তার্থক ক্রিয়া (infinitive) গঠিত হয় । এ প্রত্যয়গুলো বৈদিক থেকে গৃহীত। যেমন: তুম্ = কর>কাতুং; তবে= গম্>গন্তবে; তুয়ে=মর্>মরিতুয়ে, তায়ে=দি্ > দক্খিতায়ে।

১৫. সনন্ত ক্রিয়া

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সংস্কৃত সনন্ত ধাতুগুলো পালিতে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে গৃহীত হয়েছে। যেমন: ভূজ>বুভুক্খতি; পা>পিপাসতি বা পিবাসতি; দা>দিচ্ছতি; জি>জিগিংসতি।

১৬. ণিজন্ত ক্রিয়া: কারিত প্রত্যয়

ণে, ণয়, ণাপে, ণাপয় প্রভৃতি কারিত প্রত্যয় ধাতুর মূল বা প্রাতিপাদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পালি ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। তৎপর তি, অন্তি প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন: গম = গামেতি (ণে=এ); গাময়তি (ণয়=য়); গামাপেতি (ণাপে=পে) এবং গামাপয়তি (ণাপয়=পয়)।

১৭. 'য' প্রত্যয়

সংস্কৃতে ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকলে 'য' (ল্যপ্) প্রত্যয়, উপসর্গ না থাকলে 'ত্বা' (ক্ত্বাচ্) প্রত্যয় হয়। পালিতে এরূপ কোন নিয়ম নেই। উপসর্গ না থাকলেও 'য' প্রত্যয় হতে পারে, তেমনি থাকলেও 'ত্বা' প্রত্যয় হতে পারে। যেমন : বন্দ+য=বন্দিয়; অভি-বন্দ+য=অভিবন্দিয়। পালিতে এ দুটি প্রত্যয় ছাড়াও ত্বান ও তুন প্রত্যয় যোগেও অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। এ দুটি বৈদিক থেকে গৃহীত। যেমন: কর্+ত্বান = কত্বান; কর্+তুন্=কত্তুন।

১৮. উপসর্গ ও নিপাত

পালি উপসর্গ ২০টি। যথা: প, পরা, নি, নী, উ, দু, সং, বি, অব, অনু, পরি, অধি, অভি, পতি, সু, আ, অতি, অপি, অপ, উপ। উপসর্গের উত্তর বিভক্তি সমূহ লোপ পায়। তাই সকল বিভক্তিতে এদের রূপ এক এবং এদের লিঙ্গ ও বচন নেই। উপসর্গ শব্দের আদিতে বসে। পালিতে নিপাত অসংখ্য। যেমন: চ, এব, পুন, অদ্ধা, দিবা, ইতি, সচে প্রভৃতি। তবে নিপাত সমূহ বাক্যের আদি, মধ্য এবং মধ্য যেকোন স্থানে বসতে পারে।

১৯. পালি শব্দরূপে বৈদিক প্রভাব

পালিতে এমন কতকগুলো শব্দ পাওয়া যায়, যা বৈদিক সংস্কৃতে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন: এথ> ইত্থ; খুম্ব >কুম্ব।

২০. যঙ ধাতু

ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থে সংস্কৃতে যঙ্ প্রত্যয় হয়। পালি ব্যাকরণে এরূপ কোন সূত্রবদ্ধ নিয়ম নেই। তবে যঙ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন: গম্>জঙ্গমতি (উপরে নীচে ভ্রমণ করে); কম্ > চঙ্কমতি (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে)।

২১. নাম ধাতু

পালিতে আষ এবং ঈষ প্রত্যয় যোগ করে নাম ধাতু গঠন করা হয়। যেমন: পব্বত > পব্বতাষতি (পব্বতের মতো); ছত্ত > ছত্তীষতি (ছাতার মতো)।

২২. পালি ছন্দ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ছন্দ ছিল অক্ষর নির্ভর। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করে ছন্দের রীতি নির্ণীত হতো। কিন্তু পালিতে মাত্রার উপরে ছন্দের বিন্যাস নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কবিতার পংক্তিতে পংক্তির শেষে মিল ছিল না। কিন্তু পালিতে বিশেষত ধম্মপদ, সুত্তনিপাত, থেরগাথা এবং থেরীগাথা গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পংক্তির শেষে অন্তমিল আবশ্যক। যেমন:

ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারযং
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারোব তেজনং। (সুকোমল ও রেবতপ্রিয় ; ১৯৯৭: ২৯)

অর্থাৎ শর নির্মাতা যেমন তীরকে সোজা করে প্রস্তুত করে, জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঠিক তেমনি করে নিজের স্পন্দিত, চঞ্চল, দুরক্ষ্য এবং দুর্ণিবার চিত্তকে সরল করেন।

২৩. পালিতে পদ বা বাক্য গঠনরীতি

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় পদবিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়মের অপরিহার্যতা ছিল না। কিন্তু পালিতে পদবিন্যাসক্রমে নিয়মের অরিহার্যতা রয়েছে (Warder, 1974 : 227)। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হয় :

২৩.১. যে কোন বাক্যে অর্থাৎ সরল বাক্যে, যৌগিক বাক্যে এবং জটিল বাক্যে সাধারণত বিধেয় সকলের শেষে বসে।

যেমন: সে স্কুলে যাবে : সো বিজ্জালয়ং গমিস্সতি। এখানে সো উদ্দেশ্য, তাই আগে বসেছে, বাকী গুলো বিধেয়
বিধায় শেষে বসেছে।

২৩.২. সরল বাক্যে প্রথমে উদ্দেশ্য (Subject), তৎপর কর্ম (Object) এবং ক্রিয়া (Verb) সকলের শেষে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: আমি ভাত খাই : অহং ভত্তং খাদামি। এখানে অহং উদ্দেশ্য, ভত্তং কর্ম এবং খাদামি ক্রিয়া।

২৩.৩. সাধারণত বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসে। বিশেষ্য অনুযায়ী বিশেষণের বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যখন বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে ড্যাস চিহ্ন (–) ব্যবহৃত হয়, তখন বিশেষণের কোন রূপান্তর হয় না। যেমন : দুষ্ট বালকটি নীল আকাশে চন্দ্র গ্রহণ দেখছে : দুস্সীলো দারকো নীল-আকাসে চন্দ-গহণং পস্সতি।

২৩.৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb) ক্রিয়ার ঠিক পূর্বে বসে; কিন্তু সময়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ শ্রুতি-মাধুর্য্যানুযায়ী বাক্যের প্রথমে বা মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ক্রিয়া বিশেষণ : সে শ্রীঘ্রই আসবে : সো খিপ্পং আগচ্ছতি। এখানে খিপ্পং ক্রিয়া বিশেষণ, যা আগচ্ছতি ক্রিয়ার পূর্বে বসেছে। সময় বাচক বিশেষণ : অদ্য সে এখানে এসেছিল : অজ্জ সো ইধ আগচ্ছি। এখানে অজ্জ সময়বাচক ক্রিয়া বিশেষণ যা কর্তা সো-এর পূর্বে বসেছে।

২৩.৫. To be verb Principle verb অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল হলে সাধারণত " To be" verb এর পরস্থিত Preposition ব্যতীত Noun অথবা Adjective কর্তানুযায়ী বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। To be verb present tense হলে এ নিয়মে অনুবাদ না করলেও হয়। যেমন: মানুষ মরণ শীল - মানবো মরণধম্মো।

২৩.৬. আবার To be verb এর কর্তা যে লিঙ্গের হোক না কেন এদের পরিবর্তে কখনো ভিন্ন লিঙ্গার্থ বিশেষ্যের প্রয়োগ হতে দেখা যায়। যেমন : লোভ বিনাশমূল = লোভো বিনাস-মূলং; শরীর ব্যাধিমন্দির - বোন্দি রোগানং চেতিয়ং। এসব বাক্যে লোভো এবং বোন্দি পুংলিঙ্গ, অপরদিকে মূলং এবং চেতিয়ং ক্লীবলিঙ্গ।

২৩.৭. একই ক্রিয়ার একাধিক এক বচনান্ত কর্তা হয়ে 'চ (এবং)' এর দ্বারা যুক্ত হলে ক্রিয়াটি বহুবচনান্ত হয়। যেমন : সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন নির্বাণ লাভ করেছিলেন : সারিপুত্তো চ মোগ্গালানো নিব্বানং পাপুনিংসু। এখানে একাধিক কর্তা থাকায় 'পাপুনিংসু' ক্রিয়াটি অতীতকালের বহুবচনের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

২৩.৮. আবার একই ক্রিয়ার কর্তা বিভিন্ন পুরুষ হলে শেষের পুরুষ অনুযায়ী বচন হয়। প্রথমে প্রথম পুরুষ, তৎপর মধ্যম পুরুষ এবং সকলের শেষে উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয়। যেমন : সে, তুমি এবং আমি ত্রিপিটক শিক্ষা করব : সো, ত্বং চ অহং তিপিটকং উগ্গণ্হিস্সামি। এখানে 'অহং' উত্তম পুরুষ হওয়ায় কর্তাদের মধ্যে সকলের শেষে বসেছে এবং একবচন হওয়ায় 'উগ্গণহিস্সামি' ক্রিয়াটি একবচন হয়েছে।

২৩.৯. একটি কর্তার একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া (Finite Verb) থাকলে শেষের ক্রিয়াটি ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার পরস্থিত কমা, সেমিকোলন ও 'এবং' প্রভৃতি লোপ পায়। যেমন: সে ঘরে এসেছিল, ভাত খেয়েছিল এবং পানি পান করেছিল : সো গেহং আগন্ত্বা ভত্তং খাদিত্বা উদকং পিবি। এখানে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকায় কমা উঠে গেছে।

২৩.১০. একটি ক্রিয়ার কার্য আর একটি ক্রিয়ার কার্যের উপর নির্ভর করলে ঐ নির্ভরশীল বাক্যের (Dependent Sentence) কর্তা ও ক্রিয়া ষষ্ঠী বিভক্তি বা সপ্তমী বিভক্তি হয়। ক্রিয়ার কার্য বর্তমানে হতে থাকলে ক্রিয়াটি present participle হয়। আবার ক্রিয়ার কার্য অতীত হয়ে গেলে ক্রিয়াটি passive perfect participle হয়। উক্ত participle গুলো কর্তানুযায়ী বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন : তারা যখন কাজ করছিল আমি তাদের দেখেছিলাম : তেসং কম্মং করোন্তানং অহং তে পস্সিং (ষষ্ঠী); এতসু কম্মং করোন্তেসু অহং তে পস্সিং (সপ্তমী)।

২৩.১১. কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর 'ত' প্রত্যয় হয়, তৎপর কর্মানুযায়ী বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন : আমার দ্বারা এ কাজটি কৃত হয়েছে : ময়া এতং কম্মং কতং। এখানে কৃ-ধাতুর সঙ্গে 'ত' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

২৩.১২. 'উচিত' অর্থে ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর 'তব্ব, অনীয়, য' প্রত্যয় হয়, তৎপর কর্মানুযায়ী বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন : তার বই পড়া উচিত : তেন পোথকং পঠিতব্বং।

২৩.১৩. অভ্যাস ও ধ্রুব সত্য অর্থে বাক্যে বর্তমানকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তিনি প্রত্যুষে শয্যা হতে ওঠেন : সো পচ্চুসে পবুজ্ঝতি; পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে: পঠবী সুরিয়ং পরিতো আবত্ততি। এখানে 'আবত্ততি' ক্রিয়াটি বর্তমান কালের রূপ।

২৩.১৪. May, might, must এই তিনটি সহকারী ক্রিয়া সপ্তমী বা সত্তমী দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন : তোমার যাওয়া আবশ্যক : তুম্হে গচ্ছেয়্যাথ। এখানে 'গচ্ছেয়্যাথ' 'গম' ধাতুর সপ্তমী বিভক্তির রূপ।

২৩.১৫. সক্কা (সমর্থ বা সম্ভব), বট্টতি (right. fit, proper, should) এ দুটি অব্যয়যোগে কর্তা তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি infinitive হয়। যেমন: স্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে : ময়া বিজ্জালয়ং গন্তং ন সক্কা; আমার স্কুলে যাওয়া উচিত : ময়া বিজ্জালয়ং গন্তং বট্টতি।

২৩.১৬. পন (কিন্তু), বা, উদাহু (অথবা) যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। কর্তার পরে অর্থাৎ বাক্যের দ্বিতীয় স্থানে 'পন (কিন্তু)' ব্যবহৃত হয়। যেমন: কিন্তু সে বলবান – সো পন সবলো। বা, উদাহু দুইটি শব্দকে বা বাক্যকে বিযুক্ত করে। যেমন : রাম বা গোপাল স্কুলে যাবে না – রামো বা গোপালো বিজ্জালয়ং ন গমিস্সতি।

২৩.১৭. সচে/ চে (যদি) জটিল বাক্যে ব্যবহৃত হয়। 'সচে' কর্তার পূর্বে ও পরে ব্যবহৃত হয়। যদি সে আসে : সচে সো আগচ্ছতি বা সো সচে আগচ্ছতি। কিন্তু 'চ' সব সময়ে কর্তার পরে বসে। যেমন: সে আসলে আমি ভাত খাব – সো চে আগচ্ছতি অহং ভত্তং খাদিস্সামি।

২৩.১৮. হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, গান করতে করতে – ইত্যাদি পালি ভাষায় present participle যোগে অনুবাদ করা হয়। যার গুণ প্রকাশ করে সেই শব্দ অনুযায়ী বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমনঃ তারা হাসতে হাসতে আসল : তে হসমানা আগচ্ছিংসু।

২৩.১৯. দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বোঝালে নিকৃষ্ট শব্দের উত্তর তুল্যার্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয় এবং বিশেষণটি comparative degree হয়। যেমনঃ দেবদত্ত অঙ্গুলীমালের চেয়ে দুষ্ট : দেবদত্তো অঙ্গুলিমালস্মা দুস্সীলতরো।

২৩.২০. অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝালে, যা থেকে পার্থক্য বোঝানো হয় তা ষষ্ঠী বা সপ্তমীর বহুবচন হয় এবং বিশেষণটি superlative degree হয়। যেমনঃ জীবক সকল ডাক্তারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ : জীবকো সব্বানং বেজ্জানং অঞ্ঞতমো অহোসি। এখানে সকল ডাক্তার - সব্বানং বেজ্জানং ষষ্ঠীর বহুবচন প্রাপ্ত হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ (অঞ্ঞতম) superlative degree প্রাপ্ত হয়েছে।

২৩.২১. সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্ম ও ভাববাচ্যে 'য' প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে আত্মনেপদী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়, পালিতে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী - দুই প্রকার ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : বচ্>বুচ্চতি, বুচ্চতে।

উপসংহার

পালি ভাষার উপর্যুক্ত ধ্বনি এবং রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পালি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্যই অধিক রক্ষা করেছে, তবে ক্ষেত্র বিশেষে বৈদিক বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করেছে। বিশেষত, ইন্দো-ইউরোপীয় এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ধ্বনির যে আধিক্য ছিল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মতো পালি ভাষায়ও তা হ্রাস পেয়েছে। ধ্বনি এবং রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে পালি ভাষার অধিক মিল লক্ষ করা যায়। তবে অন্যান্য প্রাকৃতের চেয়ে পালি ভাষায় বৈদিক ভাষার প্রভাব বেশী। ফলে পালি ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত সমূহের মধ্যে প্রাচীন এবং বৈদিক ভাষার অনতিকাল পরে বিকাশ লাভ করেছিল বলে ধারণা করা যায়।

টীকা

১. পালি ভাষা নামকরণটি খুব একটা প্রাচীন বলে মনে হয় না। কারণ বুদ্ধের সময়কাল থেকে খ্রিস্টীয় চৌদ্দশ শতক পর্যন্ত ভাষাটি পালি নামে পরিচিত ছিল না এবং তখনো পর্যন্ত ভাষাটির কি নাম ছিল তা জানা যায় না। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় চৌদ্দশ শতকের মধ্যে রচিত পালি গ্রন্থসমূহে ত্রিপিটক বোঝাতে 'পালি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তখনো পর্যন্ত 'পালি' শব্দ দ্বারা কোন ভাষার নাম নির্দেশ করা হয় নি। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে (১৬৮৭-৮৮) ইউরোপীয় পণ্ডিত সিমন ডে ল লউবেরে (ঝরসড়হ ফব খধ খড়ঁনবৎব ; ১৯৬৩) রচিত *ঞযব করহমফড়স ড়ভ ঝরধস*

গ্রন্থে প্রথম অলোচ্য ভাষাটি 'পালি' বা 'পালি ভাষা' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি থাইল্যাণ্ডে এ নামকরটি জানতে পারেন। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টীয় পনেরশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যে ভাষাটি 'পালি' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। তবে কিভাবে বা কেন আলোচ্য ভাষাটি 'পালি' নামে অভিহিত করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না (Norman; 1983 : 1) ।

২. পালি ভাষার উৎপত্তি স্থল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গবেষকগণ ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে পালি ভাষার উৎপত্তি স্থল চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের তথ্য পর্যালোচনায় গবেষকগণ নিম্নলিখিত স্থানসমূহ পালি ভাষার উৎপত্তি স্থল বলে দাবী করা হয়: মগধ, অবন্তি-উজ্জয়িনী, কলিঙ্গ-অন্ধ্র অঞ্চল, কোসল, পাটালীপুত্র। তবে বর্তমানে অধিক সংখ্যক গবেষক পশ্চিম ভারত তথা অবন্তি-উজ্জয়িনী অঞ্চলকে পালি ভাষার উৎপত্তি স্থল হিসেবে চিহ্নিত করেন।

৩. শ্রীলংকা, বার্মা এবং থাইল্যাণ্ডে পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থের পাশাপাশি বহু সেকুলার গ্রন্থ রচিত হয় এবং এসব গ্রন্থ উপর্যুক্ত দেশসমূহের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য প্রাথমিক উৎস হিসেবে গন্য করা হয়।

৪. পালি ভাষার জটিল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে কার্ণ (১৯৭৪) পালিকে Kunstsprache অর্থাৎ artificial language হিসেবে অভিহিত করেন। খুন (১৮৭৫) পালি ভাষায় বিভিন্ন ভাষার উপাদান লক্ষ করে পালিকে সমন্বয়ী ভাষা শংকর ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন; মিনায়েফও (১৮৬৯) অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। গাইগার (১৯৯৬) পালি ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনকে নিম্নরূপ চারটি স্তরে বিভক্ত করেন : ক. পিটক সাহিত্যের পদ্য বা গাথার ভাষা : পালি ত্রিপিটক সাহিত্যের গাথায় ব্যবহৃত ভাষাটি বিভিন্ন ভাষার উপাদানে গঠিত (heterogeneous character) । গাথার ভাষায় অনেক প্রাচীন ভাষার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি নতুন ভাষারও উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং গাথার ভাষা গদ্যের ভাষা হতে অনেক প্রাচীনত্ব রক্ষা করেছে। শুদ্ধ পালি নয় এমন অনেক পদ ও ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ এবং অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার এতে দেখা যায়। খ. পিটক সাহিত্যের গদ্যের ভাষা : পালি ত্রিপিটক সাহিত্যের গদ্যের ভাষাটি গাথার ভাষা হতে অনেক বেশী সুসংযত এবং সমপ্রকৃতির উপাদানে গঠিত (homogeneous) । এ স্তরের ভাষা ব্যাকরণ দ্বারা সুবিন্যস্ত এবং গাথার ভাষায় যে অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায় তা পরিহার কৃত। বলা যায়, গদ্যের ভাষাদর্শ কিছুটা পুরানো ধরণের হলেও গাথা অংশের তুলনায় বেশ আধুনিক এবং প্রাচীন রূপ ও লক্ষণগুলো প্রায় অনুপস্থিত। গ. পিটকোত্তর গদ্য সাহিত্যের ভাষা : মিলিন্দ প্রশ্ন, পেটকোপদেস এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত অট্ঠকথা প্রভৃতির ভাষায় কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয় এবং অস্পষ্টতা নেই বললে চলে। ঘ. পরবর্তীকালে রচিত কাব্য সাহিত্যের ভাষা : খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পরবর্তীকালে রচিত কাব্য সাহিত্যের ভাষা সমপ্রকৃতি উপাদান রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। এ ভাষাটি প্রাচীন ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

৫. পালি ভাষার বর্ণমালা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু (১৯৮৮) বলেন, 'উড়িষ্যা, বেহার, আলাহাবাদ, দিল্লী, পাঞ্জাব, গুজরাত, আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল খোদিত

লিপি আবিস্কৃত হয়েছে, উহাতে খ্রিস্টপূর্ব ৩য় ও ৮ম শতাব্দির পালি অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। বক্রিয়ার রাজগণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে বক্রিয়া রাজ্যে ব্যবহৃত মুদ্রার একপার্শ্বে পালি অক্ষর ও অপর পার্শ্বে গ্রীক অক্ষর সন্নিবেশিত করিতেন। সে সময় আলেকসান্দর ভারত আক্রমণ করেন, তাহার বহুপূর্বে করনন্দ নামক নৃপতি মগধে রাজত্ব করিতেন। করনন্দের সময়ের অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহার একপার্শ্বে ভারতীয় পালি ও অপরপার্শ্বে সেমিতিক-পালি অক্ষর খোদিত আছে। নিনেভীনগরের ইষ্টফলকে যেরূপ ফিনিকীয় অক্ষর খোদিত ছিল, এই সেমিতিক-পালি অক্ষর তাহার সদৃশ।' কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসুর অভিমত অন্যকোন গবেষক সমর্থন করেননি।

গ্রন্থপঞ্জি

জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির. ১৯৯৪. *পালি প্রবেশ*। পটিয়াঃ প্রকাশক দীপক বড়ুয়া।

নগেন্দ্রনাথ বসু .১৯৮৮ *বাংলা বিশ্বকোষ*। দিল্লীঃ বি. আর পাবলিশিং কর্পোরেশন।

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া. ১৯৫৯. *পালি ব্যাকরণ ও সহজ অনুবাদ শিক্ষা*। চট্টগ্রামঃ ইষ্টবেঙ্গল লাইব্রেরী।

নীরদ রঞ্জন মুৎসুদ্দি ও ভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দি .১৯৭৮. *পালি ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা*। কলিকাতাঃ চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স।

দিলীপ কুমার বড়ুয়া. ২০০৮. পালি-সাহিত্যের আলোকে পালি ভাষার নামকরণ 'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ-সমীক্ষা । *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ৩৯-৫৬

রামেশ্বর শ .১৪০৩. *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতাঃ পুস্তক বিপনী।

সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া. ১৯৯৭. *পালি সাহিত্যে ধর্মপদ*। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

সৌরভ সিকদার .২০০২. *ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা*। ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশনী।

A. K. Warder .1974. *Introduction to Pali*. London: Pali Text Society

E. Khun . 1875. *Beitrage zur pali-Grammatic*. Berlin

H. Kern. 1974. *Manual of Indian Buddhism*. Delhi: Motilal Baranasidass

J. Minaeff. 1869. *Pali Grammar*. St. Petersburg

K. R. Norman. 1983. *A History of Indian Literatur.*, Wiesbaden : Otto Harrassowitz

.Thomas Oberlies. 2001. *Pali – A Grammar of the Language of the Theravada Tipitaka*. Berlin. New York: Walter De Gruyter

Ven. B. Ananda Maitreya Mahanayaka Thera. 1993. *Pali Made Easy*. Japan: AUM Paublishing Co Ltd

V. Perniola. 1997. *Pali Grammar*. Oxford ; The Pali Text Society

William Geiger. 1996 3rd ed.. *Pali Literature and Language*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd

Email Contact: baruashantu@yahoo.com